যুদ্ধ এলেই.....

দিলরুবা শাহানা

বাবা ছিলেন শিক্ষক। বাবা বইয়ের জগতে হারিয়ে যেতে ভালবাসতেন। সখের জিনিস ছিল একটিই, তা ঐ বই। পয়সা হাতে থাকলে বই কিনতেন, যত্ন করে সংগ্রহে রাখতেন। নববর্ষে, জন্মদিনেতো অবশ্যই এমনকি ঈদপরবেও তাঁর সন্তানদের নতুন কাপড়চোপড় যাই কিনে দিতেন না কেন তার সাথে উপহার দিতেন বই। সন্তানরা বইটি কাড়াকাড়ি করে পড়ত।

এভাবে বাবার দেওয়া উপহারে তাদের বইয়ের তালিকায় যোগ হলো উপেন্দ্রকিশোর, বিভূতিভূষণের পাশাপাশি মার্ক টোয়েনের টম সয়্যার, চার্লস ডিকেন্সের অলিভার টুইস্ট, ভিক্টর হিউগোর হান্চব্যাক অব নথারদাম, ইভান তুর্গেনেভের মুমু। গেরাসিমের মুমু নামের কুকুরটির জন্য ওদের মনে কষ্ট জমেছিল।

এক বিকেলে বাবা বারান্দায় বসে বই পড়ছেন। স্কুলে পড়ুয়া তাঁর ছোট্ট মেয়ে ঘুরঘুর করছিল। বাবার কাঁধের উপর ঝুকে সে বইয়ের নাম পড়লো 'THE GAMBLER'। লেখকের নাম বড় খট-মটে।

-'বাবা কে লিখেছে এই বই?'

যখন উনি বইয়ে মগ্ন তখন তার জগতে ঢুকা অন্যের পক্ষে সহজ নয়। বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল।

-'তুমি আমাকে কিছু বলছিলে?'

বই থেকে মুখ তুললেন, চোখে তার জিজ্ঞাসা। মেয়েটি বাবার সাড়া পেয়ে খুব খুশী।

-'জি, কার লেখা বই এটা, লেখকের নাম ভারী শক্ত।'

শুনে বাবা হাসলেন।-'দস্তয়ভস্কি ।এইসব বই থাকলো বড় হলে পড়বে।'

বাবা নিজের পৃথিবীতে ফিরে গেলেন। মেয়েটি ধাঁধায় পড়ে গেল। বিদেশী নাম তার জানা মতে মার্ক, ফিলিপ এধরনের হয়। 'দস্তা' আর 'ভেচকি' এই দুইয়ে মিলে এমন মজার নাম তা আগে কখনো শুনেনি। তখনও ছোট মেয়েটি জানতনা যে 'পৃথিবীতে অসংখ্য লোক, অগণ্য তার পথ, অজানা দেশ কত আছে, অচেনা পর্বত-' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আকাশ প্রদীপ') তারমাঝে আছে বিচিত্র কত নাম।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো। আলমারী, শেল্ফ খালি করে বই লুকিয়ে রাখা হল। যুদ্ধের শেষ। নানাভাবে এর প্রভাব পড়লো। বাসস্থান পরিবর্তন করতে হল। নতুনবাসায় জায়গার অভাবে বইগুলো খুলে রাখা গেলনা। পরিচিত এক বন্ধুর অফিসে বইগুলো রাখা হল। পরে সব বই ওখান থেকে হারিয়ে যায়।

সময় অনেক গড়ালো। বাবা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। বাবার সন্তানেরা বড় হল। কর্মজগতে ব্যস্ত হল। পৃথিবীর নানাকোনে ছড়িয়ে পড়লো। তবু সময় করে ভাইবোনেরা একসাথে হয়। ছোটবেলার স্মৃতি নাড়াচাড়া করে। মা-বাবার কথা ঘুরেফিরে আসে।

বিশেষকরে বাবার বই প্রসঙ্গ ওদের গল্পে সবসময় আসে। বাবার বই গুলোর জন্য দুঃখ করতো ওরা ।

পড়ুয়া বাবার ভুলোমনের নানাকীর্তি স্মরণ করে হাসে, আবার কখনো বিষন্ন হয় ওরা।

একবার বেশকিছু দুধ ফেটে ছানা হয়ে যায়। মা যত্ন করে রসগোল্লা বানালেন। সে সময়ে সবাই কিনেই রসগোল্লা মিষ্টি ইত্যাদি খেত। ঘরে বানানো রসগোল্লার মর্যাদাই আলাদা। সবাই উৎসব করে মায়ের হাতে তৈরী রসগোল্লা খেল, প্রতিবেশীর বাচ্চাও ঐ মিষ্টি খাওয়ার উৎসবে যোগ দিল। বাবার জন্য যত্ন করে তুলে রাখা হল। বিকেলে ফিরে বাবা কাগজ হাতে বারান্দায় বসেছেন। বিড়ালটি তার কোলে চড়ে বসলো। সামনে তেপায়াতে চা মিষ্টি রাখা হল। বাবার মুখ কাগজের আড়ালে। বিড়ালটি লাফ দিয়ে রসগোল্লা মুখে নিয়ে বারান্দা থেকে নেমে গেল। মেয়েটি ঘরের দরজায় দাড়িয়ে ব্যাপারটা দেখলো কিছুই বললো না। বাবার চা খাওয়া শেষ হল। মেয়ে আস্তে আস্তে মায়ের কাছে গেল।

-'মা, বাবা রসগোল্লা খায়নি। বিড়াল মিষ্টিটা মুখে নিয়ে চলে গেছে।'

মেয়েটির দুঃখ হচ্ছিল বাবা মিষ্টি খেতে পেলনা দেখে। কিন্তু ওর জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিলো। মা গিয়ে বাবার কাছে দাড়ালেন। কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইলেন

-'ঘরে বানানো রসগোল্লা কেমন লাগলো?'

বিড়াল রসগোল্লা খেয়ে ফেলাতে বাবা খেতে পারলেন না তাতে দুঃখীত সব মুখকে হাসিয়ে দিয়ে বাবা বলে উঠলেন

-'মজাইতো।'

-'বিড়ালে খেয়েছে মিষ্টি আর ইনার লেগেছে মজা, সাধে কি নাম দিয়েছি বিশ্বভোলা।' হতাশ গলায় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কথাটা আপন মনেই বললেন মা।

এই হচ্ছেন সেই বাবা যিনি মিষ্টি না খেয়েও ভেবেছেন মিষ্টি খেয়েছেন। যিনি ঈদে পর্দার কাপড় না কিনে বই কিনে ফিরেছেন। দীর্ঘদিন রংচটা পর্দা ঘরে ঝুলেছে তা নিয়ে বাবার কোন ক্ষেদ বা গ্লানি ছিলনা।

মেয়েটি বিদেশ গেল। বইয়ের দোকানে ঢুকলেই বাবার বইয়ের কথা মনে পড়ে। এখন সে ছোটবেলার বোকামীর কথা মনে করে হাসে। দস্তয়ভস্কিকে সে কি করে 'দস্তায়ভেচকি' ভেবে অবাক হয়েছিল তা ওর মনে বাবার স্মৃতির সাথে মিলেমিশে গেঁথে আছে। মাঝে মাঝেই ভাবতো বইয়ের আকার যদি ছোট হত তবে একবারে না কিনতে পারলেও ধীরে ধীরে কিনতো। জায়গার অভাবে বইগুলো অন্যের কাছে রাখতেও দিতে হবেনা কখনো, আর যুদ্ধ আসলেও লুকিয়ে রাখা যাবে সহজে হয়তো। বাবার কথা, বাবার বইয়ের কথা মেয়েটির সন্তানেরাও জানলো, শুধু জানলোনা তাদের মায়ের লুকানো আকাঙ্কার কথা।

একদিন তাদের চোখে পরলো 'মিনিয়েচার লাইব্রেরী'র জন্য ছোট আকারে পৃথিবীর বিখ্যাত লেখকদের ক্লাসিকগুলো বাজারে আসছে যার অনেক বই তাদের নানাভাইয়ের হারিয়ে যাওয়া

বইয়ের মাঝে ছিল। ওদের মনে হল ঐ বইগুলো ওরা কিনবে, নিজেদের জন্য নয়, তাদের মায়ের জন্য উপহার হিসেবে।

কোন একভোরে দরজা খুলে একটি প্যাকেট দেখে ভুলোবাবার মেয়ে অবাক। প্যাকেট খুলে দেখে চমৎকার সব বই, বিখ্যাত সব লেখকদের এবং ঠিক যেন তার স্বপ্নের মত ছোটছোট তাদের আকার, সাথে ছোট্ট একটি কার্ড 'পৃথিবীতে যুদ্ধ এলেই প্রাণের ক্ষতি, জ্ঞানের ক্ষতি,
তাই যুদ্ধের উপর আজ দিচ্ছি টেনে যতি।'